খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরবরাহ-১ শাখা

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭

১। ভূমিকা:

২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য, প্রত্যয় ও অভিপ্রায় অর্জনের জন্য এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র পরিবারকে শুভেচ্ছা মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে প্রণীত 'ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬' সংশোধন/পরিবর্তন করে কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং সময়োপযোগী করার জন্য 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হলো।

২। কমিটি:

ক. ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি;
(২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	- সদস্য;
(৩) ইউএনও কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	- সদস্য;
(৪) সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	- সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধি:

(১) ওয়ার্ডভিত্তিক দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা ইত্যাদি বিবেচনায় উপকারভোগী পরিবার নির্বাচন এবং অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন;
(২) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
(৩) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে তালিকা প্রকাশ;
(৪) বিবিধ।

খ. উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) সংসদ সদস্য	- প্রধান উপদেষ্টা;
(২) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	- উপদেষ্টা;
(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি;
(৪) ভাইস চেয়ারম্যানগণ, উপজেলা পরিষদ	- সদস্য;
(৫) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৬) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৭) উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৮) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৯) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	- সদস্য;
(১০) সিটিজেন জার্নালিজম গ্রুপের ১ জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য;
(১১) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক	- সদস্য-সচিব।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কার্যপরিধি:

(১) দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা বিবেচনায় ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা বিভাজন;
(২) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা যাচাই-বাছাই;
(৩) খাদ্যবান্ধব কার্ড প্রয়োজনে সংশোধন বা বাতিল করণ;
(৪) ডিলার বাছাই, নিয়োগ এবং ডিলারশিপ বাতিল অনুমোদন;
(৫) সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন/বার নির্ধারণ;
(৬) প্রয়োজনে বিতরণ কেন্দ্রের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ;
(৭) প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল নিষ্পত্তি;
(৮) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

গ. জেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি;
(২)	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- সদস্য;
(৩)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য;
(৪)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৫)	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৬)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা/জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য;
(৭)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	- সদস্য;
(৮)	সভাপতি, প্রেসক্লাব	- সদস্য;
(৯)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধি:

(১) কর্মসূচির সার্বিক পরিবীক্ষণ;
(২) কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান;
(৩) বিবিধ।

৩। উপকারভোগী পরিবার বাছাই:

৩.১ ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে হতদরিদ্র পরিবার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত ডিপি (ডিস্ট্রেস প্রাইওরিটি) লিস্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিবারকে নির্বাচন করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩.২ নির্বাচিত পরিবারকে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং পরিবার প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে;

৩.৩ নিম্নের অনুচ্ছেদে বিবৃত মানদন্ডের ভিত্তিতে পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে:

৩.৪ যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে-

(১) গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার: ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জনে অক্ষম;

(২) বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধি রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩.৫ যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে না-

(১) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করা যাবে না;

(২) ভিজিডি কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ:

৪.১ নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি চাল সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে;

৪.২ উপকারভোগীদেরকে ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে। বস্তার মুখ মেশিনে সেলাইকৃত হতে হবে;

৪.৩ সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত শুভেচ্ছা মূল্যে পল্লি অঞ্চলে কর্মাভাবকালীন সময়ে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ০৫ (পাঁচ) মাস খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে;

৪.৪ চালের এক্স-গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে;

৪.৫ সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ০৫ দিনের মধ্যে যে কোন ২ বা ৩ দিন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। উপজেলা কমিটি উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে যে কোন ২ বা ৩ দিন বিতরণ বার নির্ধারণ করে দিবেন।

৫। ডিলার নিয়োগ:

৫.১ উপজেলা কমিটি প্রতি ইউনিয়নে গড়পরতা প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) জন উপকারভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের অনুমোদন করবে। কোন ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে;

৫.২ ডিলার নিয়োগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;
(খ) আবেদনকারীর ইউনিয়নের বড় হাটে বা বাজারে নিজস্ব/ভাড়ায় দোকান থাকতে হবে;
(গ) কোন ওয়ার্ডে বাজার বা হাট না থাকলে উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় স্থান নির্ধারণ করা যাবে;
(ঘ) আবেদনকারীর দোকানের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;
(ঙ) আবেদনকারীর দোকান/সংযুক্ত গুদামে কমপক্ষে ১৫ (পনের) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;
(চ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও খাদ্যশস্য হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;
(ছ) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, কিংবা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;
(জ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক কর্মসূচির ডিলার হতে পারবেন না;
(ঝ) কোন সরকারি কর্মচারি কিংবা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;
(ঞ) উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ প্রদান করবেন;
(ট) নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পে-অর্ডার আকারে ফেরতযোগ্য জামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ডিলারের নিকট হতে নির্ধারিত শর্তাবলী সংবলিত ৩০০/- টাকার (পরিবর্তনযোগ্য) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (মডেল সংযুক্ত) নিতে হবে।

৫.৩। নির্বাচিত ডিলারদের করণীয়:

(ক) খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য ফি দিয়ে ডিলার শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
(খ) ডিলারের দোকানের সামনে উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট মাপ এবং রং এ লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। উক্ত সাইনবোর্ডে খাদ্যশস্য বিতরণের দিন, পরিমান এবং মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে।
(গ) প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউএনও এবং ইউসিএফ দপ্তরে দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে বিক্রয়ের দিন উল্লেখ করে নোটিশ টাঙ্গাতে হবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ:

৬.১ উপকারভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ডিলারকে মাসিক চাহিদার কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে;

৬.২ সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে টাকা জমা করে ডিলার উপজেলার গুদাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং বিক্রয় শুরু করবেন;

৬.৩ একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দূরত্ব বিবেচনা করে ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোন গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারেন;

৬.৪ গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের সাথে সাথে ডিলার এসএমএস করে ট্যাগ অফিসার ও ইউএনও কে অবহিত করবেন;

৬.৫ ডিলারের কেন্দ্র সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে;

৬.৬ কার্ডের বিপরীতে উপকারভোগীদের মাঝে স্থানীয় উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে চাল বিতরণ করা হবে;

৬.৭ উপকারভোগী পরিবারকে মাসের বরাদ্দ ৩০ কেজি চাল এক দফায় প্রদান করতে হবে;

৬.৮ সাধারণত কার্ডধারীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। সংগতকারণে কোন কার্ডধারী আসতে না পারলে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য বৈধ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত ট্যাগ অফিসার/মেম্বার/ভোক্তাদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে;

৬.৯ ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্যশস্য মাস্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার নির্বাহ করবেন;

৬.১০ ডিলার পরবর্তী মাসের চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্ববর্তী মাসের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করবেন;

৬.১১ প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল উপজেলা কমিটির অনুমোদিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

৭। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান:

৭.১ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারিকর ব্যবস্থা করবেন;

৭.২ প্রতিটি ডিলারের দোকান তদারকির জন্য একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় হবে;

৭.৩ নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার প্রচলিত নিয়মে তার দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন। অনুরূপভাবে, খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা প্রচলিত নিয়মে টিএ/ডিএ প্রাপ্ত হবেন;

৭.৪ দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর আওতায় ডিলার কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

৭.৫ খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোন কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

৭.৬ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এর মধ্যে ২টি কেন্দ্রে উপকারভোগীদের তালিকা ও উত্তোলন ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের যাচাই করবেন। অনুরূপভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি উপজেলার এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি জেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭.৭ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক কর্মসূচির প্রতি প্রান্তিকের বিতরণ শেষে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

৮.১ এ নীতিমালার ও অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত লংঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন অমান্য করলে, ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা করা যাবে।

৮.২ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা ঘাটতি হলে অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে;

৮.৩ ডিলার নির্ধারিত ৭ তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে কিংবা খাদ্যশস্য বিতরণ চলাকালে ডিলারশিপ বাতিল হলে উপকারভোগীদের স্বার্থে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলারকে দিয়ে বা ইউনিয়ন কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য উত্তোলন/বিতরণ করা যাবে।

৯। নির্দেশদানের ক্ষমতা:

৯.১ সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবেন।

১০। নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন:

১০.১ সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করতে পারবেন।

১০.২ **'ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬'** এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশোধন/পরিবর্তনের পর জারিকৃত নীতিমালাটি **'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭'** হিসেবে অভিহিত হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৯/০৮/২০১৭ খ্রি:
(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬ চৈত্র, ১৪২৩

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১১৬ তারিখ:----------------

০৯ এপ্রিল, ২০১৭

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আ:গণি রোড, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক (সকল)।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।

৯।০৪।১৭

(মো: নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০০২৭
e-mail: sknurislam@gmail.com

F:\UP Resion - 51\046.51.001.16.docx